ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

“নতুন বাংলাদেশ”

দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও সুশাসন

টিআইবির সুপারিশ

২৮ আগস্ট ২০২৪

প্রেক্ষাপট

- সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে
- ৮ আগস্ট ২০২৪-এ গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো ও পরিবেশ তৈরি
- কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ীকরণের অপপ্রয়াসের অন্যতম কারণ–জবাবদিহির উর্ধ্বে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ ও অর্থপাচারসহ বহুমুখী দুর্বৃত্তায়নের বিচারহীনতা নিশ্চিতকরণ
- "নতুন বাংলাদেশে" রাষ্ট্র-সংস্কার ও জাতীয় রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মূল অভীষ্ট হতে হবে দুর্নীতি, তথা ক্ষমতার অপব্যবহারের এই বিচারহীনতার মূলোৎপাটন করা;
- এ লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানের আমূল সংস্কারের পাশাপাশি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা জোরদার করতে গণমাধ্যমসহ সকল অংশীজন ও সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযোগী নিষ্কণ্টক পরিবেশ অপরিহার্য

প্রেক্ষাপট...

- সার্বিক রাষ্ট্র পরিচালনা কাঠামোকে দলীয়করণ ও পেশাগত দেউলিয়াপনা থেকে উদ্ধার করা ছাড়া দুর্নীতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব
- জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় এমন আমূল পরিবর্তন আনতে হবে যেন জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহিতায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়
- দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র-কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের সংস্কার-সম্পর্কিত নয়টি কৌশলগত বিষয়ে সুপারিশমালা প্রস্তাব
- এই কৌশলগত প্রস্তাবনার ধারাবাহিকতায় টিআইবি আরও সুনির্দিষ্টভাবে খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করতে আগ্রহী

কৌশলগত ক্ষেত্র

- গণতান্ত্রিক চর্চা
- আইনের শাসন ও মানবাধিকার
- অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ
- সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান
- নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা
- তথ্য অধিকার ও ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা
- স্থানীয় সরকারব্যবস্থা
- ব্যাংক খাত
- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবেশ

আশু প্রাধান্য

- শান্তি-শৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা ও প্রশাসনিক স্বাভাবিকতা নিশ্চিত করা
- নজিরবিহীন প্রাণহানিসহ বহুমাত্রিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য সরাসরি ও হুকুমের অপরাধে দায়ী সকলকে জাতিসংঘের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য জবাবদিহি নিশ্চিত করা; বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ না করতে যথাযথভাবে আইনসম্মত-প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা
- উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থপাচারের কার্যকর জবাবদিহির অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপনে দুদক, বিএফআইইউ, এনবিআর, সিআইডি ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন
- “নতুন বাংলাদেশ” এর অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্র-সংস্কারের অপরিহার্য কাঠামো বিনির্মাণের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কৌশলপত্র প্রকাশ

গণতান্ত্রিক চর্চা

১. জাতীয় সংসদে জনরায়ের বাস্তব প্রতিফলন নিশ্চিত করতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে;

- এই সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদ সদস্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনবৈচিত্র্য যেমন– তরুণ প্রজন্ম, নারী, আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে
- নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের মনোনয়নে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ তরুণ প্রতিনিধি থাকতে হবে

২. নির্বাচিত সংসদ সদস্যসহ জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গণ-অনাস্থা প্রকাশের মাধ্যমে অপসারণ এবং উক্ত সংসদীয় আসনে/স্থানীয় সরকার এলাকায় পুনরায় নির্বাচনের (রিকল ইলেকশন) বিধান নিশ্চিত করতে হবে

৩. অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলনিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে

৪. নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা খর্বকারী গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে আনীত সংশোধনীগুলো বাতিল করতে হবে (একটি নির্দিষ্ট সংসদীয় আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল বাতিল করার ক্ষমতা হারানো এবং অনিয়মের অভিযোগে শুধু নির্বাচনের দিন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ (পোলিং) বাতিল করা ইত্যাদি)

গণতান্ত্রিক চর্চা...

৫. নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্তভাবে সংসদ ও নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য–

- একই ব্যক্তি একইসঙ্গে সরকারপ্রধান (প্রধানমন্ত্রী), দলীয় প্রধান ও সংসদ নেতা থাকতে পারবেন না
- একজন ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না
- স্পিকারকে সংসদের অভিভাবক হিসেবে দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিহার করে সংসদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে
- সংসদে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করতে হবে; স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অবর্তমানে সভাপতি মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত বিরোধী দলীয় সদস্যদের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে

৬. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নিজ দলের ওপর অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট ব্যতীত, আইন প্রণয়নসহ অন্য সকল ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের নিজ দলের সমালোচনা ও দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে

গণতান্ত্রিক চর্চা...

৭. নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য–

- জনগুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ (সরকারি হিসাব; আইন, বিচার ও সংসদ; অর্থ, বাণিজ্য, স্বরাষ্ট্র, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়) অন্তত ৫০ শতাংশ কমিটিতে বিরোধি দলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করতে হবে
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সকল কার্যক্রমে স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিহার করতে হবে

৮. জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সব পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের জন্য নৈতিক আচরণ আইন/বিধি প্রণয়ন করতে হবে

গণতান্ত্রিক চর্চা...

৯. রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

- দলীয় প্রধানের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও পরিবারতন্ত্র বিলোপ
- সকল পর্যায়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দলের নেতৃত্ব নির্ধারণ
- দলের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা
- নৈতিক স্খলনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দলের কোনো পদে না রাখা ও নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন না দেওয়া
- দলের সকল পর্যায়ের কমিটিতে তরুণ, নারী, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া
- দল ও জনপ্রতিনিধিত্বে সকল পেশার ভারসাম্য রক্ষায় আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ
- গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রার্থী চূড়ান্ত করা

আইনের শাসন ও মানবাধিকার: *বিচার বিভাগ*

১০. মাসদার হোসেন মামলার রায় অনুযায়ী বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ-প্রক্রিয়া অনতিবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে

- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য বিচার বিভাগের পরিপূর্ণ ক্ষমতায়িত নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন ও কার্যকর করতে হবে
- উচ্চ এবং অধস্তন আদালতের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলিসহ সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এককভাবে সুপ্রিম কোর্টের কর্তৃত্বাধীন সচিবালয়ের ওপর ন্যস্ত করতে হবে

১১. উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শসাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা/আইন প্রণয়ন করতে হবে

১২. সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে বিচারপতি অপসারণের এখতিয়ার সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করতে হবে

১৩. আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে বিচারক ও অ্যাটর্নি জেনারেলসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে যুগোপযোগী শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে

আইনের শাসন ও মানবাধিকারঃ *আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও জনপ্রশাসন*

১৪. ছাত্র-জনতার আন্দোলনসহ বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন, অনিয়ম-দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের তদন্তপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

১৫. সকল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ, র‍্যাব, গোয়েন্দা সংস্থা) এবং প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করার জন্য ঢেলে সাজাতে হবে

- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর পেশাগত উৎকর্ষ ও আধুনিকায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে যুগোপযোগী পুলিশ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে
- পুলিশের সকল পর্যায়ে নিয়োগ-প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক, দলীয় প্রভাব ও দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে পুলিশ সার্ভিস কমিশন গঠন করতে হবে
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের বাইরে একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে

১৬. জনপ্রশাসনকে কার্যকর ও গতিশীল করার উদ্দেশ্যে "সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮" এবং "সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯" হালনাগাদ করতে হবে

আইনের শাসন ও মানবাধিকার: *মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার*

১৭. জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্তের মাধ্যমে বহুমাত্রিক ও নজিরবিহীন মানবাধিকার লঙ্ঘনের জবাবদিহি এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

১৮. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে নিরাপত্তাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুমসহ সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের তদন্তের এখতিয়ার ও সক্ষমতা প্রদান করতে হবে

১৯. বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এমন সকল আইন বাতিল করতে হবে

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ

২০. দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) স্বাধীনতা ও সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য–

- দুদকের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ জনবল নিয়োগ, পদায়ন ও বদলির ক্ষমতা দুদক সচিবের কাছ থেকে সরিয়ে কমিশনের হাতে ন্যস্ত করতে হবে
- দুদকে পরিচালক হতে উর্ধ্বতন পদসমূহে প্রেষণের মাধ্যমে পদায়ন বন্ধ করতে হবে
- দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচার বিষয়ে তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণে দুদকের ক্ষমতাকে নিশ্চিত করতে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করতে হবে (যেমন, সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট, ২০১৮; মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও আয়কর আইন, ২০২৩)

২১. দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন– দুদক, বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টসহ (সিআইডি) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় প্রভাবমুক্ত ও পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন করতে হবে

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ...

২২. দুর্নীতি ও অর্থপাচারের কার্যকর জবাবদিহির অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপনে দুদক, বিএফআইইউ, এনবিআর, সিআইডি ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়কে সম্পৃক্ত করে স্থায়ী টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে

২৩. জনপ্রতিনিধিত্ব ও সরকারি কার্যক্রমে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতা, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে "স্বার্থের দ্বন্দ্ব আইন" প্রণয়ন করতে হবে

২৪. "সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮"-তে সরকারি কর্মচারীদের ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতারে সরকারের অনুমতি গ্রহণের বিধান (ধারা ৪১ এর ১) বাতিল করতে হবে

২৫. সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী এবং সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান/চেয়ারম্যান ও সদস্যসহ সব পর্যায়ের কর্মীদের প্রতিবছর তাদের আয় ও সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে হবে

২৬. জাতীয় বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল করতে হবে

২৭. সকল প্রকার সরকারি ক্রয়, প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে "ভ্যালু ফর মানি" অর্জনে অন্তরায় ও অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে এমন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ...

২৮. অর্থ পাচার রোধে–

- যে সকল দেশে অর্থপাচার হয়েছে, সেই সকল দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক আইনি সহায়তা (মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স) কার্যকর করতে হবে
- আমদানি-রপ্তানি, হুন্ডি, আর্থিক খাতে জালিয়াতি ও বেনামি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃত সকল অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে; বিশেষ করে বিএফআইইউ, এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, দুদক, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করে আমদানি-রপ্তানির আড়ালে যোগসাজশমূলক চালান জালিয়াতিনির্ভর অর্থপাচারের প্রক্রিয়া রুদ্ধ করতে হবে
- দেশে-বিদেশে সকল আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে “দ্য কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (সিআরএস)”–এর মাধ্যমে অনতিবিলম্বে আর্থিক লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় তথ্য প্রাপ্তির সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে
- ব্যক্তিখাতের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে মালিকানার স্বচ্ছতা নিশ্চিতে এবং খেলাপি ঋণ ও অর্থপাচার রোধে “মালিকানার স্বচ্ছতা আইন (বেনিফিসিয়াল ওনারশিপ ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট)” প্রণয়ন করতে হবে

২৯. দুর্নীতি প্রতিরোধে জনসম্পৃক্ততা জোরদার করার লক্ষ্যে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে

সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান

৩০. সকল সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সরকারি কর্ম কমিশন ইত্যাদি) স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এবং এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগে দলীয়করণ বন্ধ করতে হবে; এ সকল বিষয় নিশ্চিত করার জন্য–

- সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্ত অন্তর্ভুক্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংস্কার করতে হবে;
- পেশাগত জীবনে সততা ও শুদ্ধাচার পালনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এমন ব্যক্তিবর্গকে স্বচ্ছ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ করতে হবে

৩১. সকল সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সমান মর্যাদা এবং সুবিধাসহ পূর্ণকালীন নিয়োগ প্রদান করতে হবে

৩২. আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারসহ সরকারি কর্ম কমিশনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে

সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান...

৩৩. রাজনৈতিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্যমান আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন করতে হবে

৩৪. সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে-কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বন্ধ করতে হবে

৩৫. বিদ্যমান দলীয় লেজুড়বৃত্তিক সকল পেশাজীবী, বিশেষায়িত ও সেবাখাতভিত্তিক সংগঠন/সমিতি বিলুপ্ত করে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় দলীয় প্রভাবমুক্ত সংগঠন/সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে

নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

৩৬. জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের কার্যক্রমের ওপর গোয়েন্দা সংস্থার হস্তক্ষেপ ও নজরদারি বন্ধ করতে হবে

৩৭. মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদ মাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা ও পরিবেশ খর্ব করে এমন সব ধারা সংশ্লিষ্ট আইন থেকে বাতিল করতে হবে

৩৮. "বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬" এর ধারা ১৪ এবং "আয়কর আইন ২০২৩" এর ধারা ২ (৩১চ), যা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, বিশেষ করে মানবাধিকার ও সুশাসন নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণসহ মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করে, তা বাতিল করতে হবে

৩৯. বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এরূপ সংস্থার গঠন, নিবন্ধন এবং ব্যবস্থাপনা-প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে এবং উদ্দেশ্যমূলক প্রশাসনিক হয়রানি ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে

নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা...

৪০. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতে–

- অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া "প্রেস কাউন্সিল আইন, ২০১৯" ও "গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮" এর প্রয়োজনীয় সংস্কার করে আইন দুটি প্রণয়ন করতে হবে
- সকল প্রকারের গণমাধ্যম (মুদ্রণ, টেলিভিশন, ডিজিটাল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম) কর্মীদের পেশাগত দায়িত্ব পালন এবং গণমাধ্যম-কর্মী ও ব্যবহারকারীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সুরক্ষায় স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশন গঠন করতে হবে

৪১. দলীয় প্রভাবমুক্ত এবং পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) ঢেলে সাজাতে হবে

৪২. সরকার ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রচার-যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার চর্চা বন্ধ করতে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমসমূহকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং প্রকৃত গণমাধ্যম হিসেবে পেশাগত সক্ষমতা ও সংস্কৃতি বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে

তথ্য অধিকার ও ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা

৪৩. তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে–

- “অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩” বাতিল করতে হবে
- তথ্য অধিকার আইনের ‘কতিপয় তথ্য প্রদান বা প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়’ এর উপ-ধারাসমূহের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ আপীল কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে তথ্য অধিকার আইন সংশোধন করতে হবে

তথ্য অধিকার ও ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা...

৪৪. ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে–

- বহুমুখী মৌলিক মানবাধিকার হরণের হাতিয়ার ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) বিলুপ্ত করতে হবে
- খসড়া "ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৪"-এ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে "ব্যক্তিগত তথ্যের" সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণসহ ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার, বাক্‌স্বাধীনতা ও ভিন্নমত নজরদারির সুযোগ রয়েছে–এমন ধারা সংশোধন করতে হবে
- খসড়া "ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইনে" প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করতে হবে
- "সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩"–এর যে সকল ধারা মানবাধিকারবিরোধী, তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর প্লাটফর্মে অভিগম্যতার অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং ব্যাখ্যার অস্পষ্টতা ও অপব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে, সে সকল ধারা সংশোধন/বাতিল করতে হবে

স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থা

৪৫. স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থাকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে

৪৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আইনগত এখতিয়ার অনুযায়ী ভূমিকা পালনের পরিবেশ সৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং কার্যক্রমের সুষ্ঠু তদারকির জন্য স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করতে হবে

৪৭. সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করার বিধান বাতিল করতে হবে; সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা বন্ধ করতে হবে

৪৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদ ও তহবিল সংগ্রহে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে; নিজস্বভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রবিধান রেখে আইনি সংস্কার করতে হবে

ব্যাংক খাত

৪৯. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ব্যাংক খাতের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে

৫০. ঋণ জালিয়াতি, ব্যাংক খাতের সকল প্রকার প্রতারণা এবং অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তা ও পরিচালকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

৫১. ব্যাংক খাত সংস্কারের জন্য–

- ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ, স্বনামধন্য, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম এমন দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ব্যাংক কমিশন গঠন করতে হবে; উক্ত কমিশন বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংক খাতের সংস্কারের জন্য একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে
- বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে এবং এ জাতীয় চর্চা বন্ধ করতে আইনি সংস্কার করতে হবে
- ব্যাংক খাত, বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিলুপ্ত করতে হবে
- আমানতকারীর স্বার্থপরিপন্থী ও ব্যাংক খাতে পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র কায়েমে সহায়ক ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট সকল আইন সংশোধন/বাতিল করতে হবে; আমানতকারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, এমন সকল নীতি ও প্রবিধান (ঋণ শ্রেণিকরণ, অবলোপন, পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন ইত্যাদি) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসরণ করে সংশোধন করতে হবে

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবেশ

৫২. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে; নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে

৫৩. "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০" বাতিল করতে হবে; বিদ্যুৎ খাতে ক্যাপাসিটি চার্জ বাতিল করতে হবে

৫৪. পরিবেশ-সংবেদনশীল এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর সব চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাতিল করতে হবে

৫৫. স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজের মতামতের ভিত্তিতে জ্বালানি খাতের মহাপরিকল্পনা ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি) সংশোধন করতে হবে

ধন্যবাদ